বড় বৌ

ইষ্টল্যাণ্ড পিক্‌চার্সের চিত্র

★

একমাত্র পরিবেশক - ছায়াবাণী লিঃ

ইষ্টল্যাণ্ড পিকচার্সের প্রথম নিবেদন

বড় বৌ

(নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের "ঘর জামাই" অবলম্বনে)

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

নাট্য নির্দ্দেশ : বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক : রাইচাঁদ বড়াল

পরিচালনা ও আলোকচিত্র : সুহৃদ ঘোষ

শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, তপন সিংহ

শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীল সরকার

সঙ্গীত পরিচালনা : জয়দেব শীল

গীতকার : দীনেশ দাস

রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী

কর্ম্মসচীব : হিরণ্ময় গুহ

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

ভূমিকায়

স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্তা রায়, উষা খান, প্রভা দেবী, বীণা দাস, মনোরমা দাস, পরেশ ব্যানার্জ্জী, কালি সরকার, ফণী রায়, অজিত মিত্র, সুবল দত্ত, ধীরেন, ননী মজুমদার, অমিয়, বৈদ্যনাথ [ঠাকুর মহাশয়]।

—সহকারি—

পরিচালনা : বিনু বর্ধন, বলিন সোম

চিত্রশিল্পে : অজয় মিত্র, শান্তি গুহ, গোরা মল্লিক

শব্দানুলেখনে : তপন সান্যাল,

শিল্পনির্দ্দেশে : প্রীতি ঘোষ

রূপসজ্জায় : দেবু

ব্যবস্থাপনায় : ভোলানাথ দে

আর সি-এ শব্দযন্ত্রে ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস লেবরেটরীতে মুদ্রিত ও পরিস্ফুটিত।

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

(* মূল কাহিনীর কিয়দংশ সংলাপ স্থানে স্থানে ব্যবহার করা হ'য়েছে।)

একমাত্র পরিবেশক : **ছায়াবাণী লিমিটেড**

৮১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩

বড় বৌ

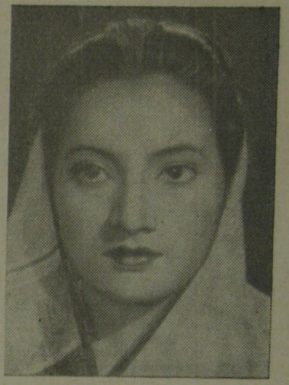

(কাহিনীর সারাংশ)

সুবার বরাতটাই এমনি! বিয়ে হয়েছিলো ভালই, ঘর আর বর দুয়ের হিসেবেই শরৎ নেহাৎ অপাত্র ছিলোনা। কিন্তু কপালই যখন মন্দ তখন সুখী আর সে হয় কি করে?

শরতের বাবা হঠাৎ পরলোক গমন ক'রলেন ছেলেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং অসহায় রেখেই—শরৎ পাঠ্যাবস্থাও তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আশ্রয় অবশ্য তার মিললো, সুবারই বাপের কাছে সুবাদেরই বাড়ীতে, কিন্তু সেই সঙ্গেই সুবার জীবনেরও সব আশ্বাস মিলিয়ে দিতে সেইটেই কাল হ'য়ে দাঁড়ালো। ঘর জামাই বলে যতোটা নয়, অরোজগেরে স্বামীর স্ত্রী হওয়ার জ্বালাটাই সুবার মনকে দিনদিনই বিষিয়ে তুলতে লাগলো। জামাই বলে তো দূরের কথা একটা চাকরের মর্য্যাদাও ওবাড়ীতে শরতের ভাগ্যে রইলো না। কোন স্ত্রীর পক্ষেই স্বামীর এলাঞ্ছনায় উদাসীন থাকা সম্ভব নয়, সুবাও পারলেনা সয়ে যেতে। কিন্তু তার যতো অভিমান, যতো ক্ষোভ, রাগ, শরতের চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যে শরতের ওপরেই বর্ষিত হতে লাগলো।

শরতের চেতনা অবশ্য একদিন জাগলো, কিন্তু অতি মর্ম্মান্তিক একটা ঘটনাকে ঘিরে—

রোজগারের জরুরীতে লেখাপড়া শরৎকে আগেই ছেড়ে দিতে হ'য়েছিলো। তবুও কিন্তু তার মর্য্যাদা বলতে কারুরই

কাছে কোন ঠাঁই ছিলো না। কারণ, ঐ বাড়ীরই আর একটি মেয়ে, সুবারই দিদি, তার স্বামী শরতের মতো নিঃসম্বল ঘর জামাই তো নয়ই, এমন কি রোজগারও ছিলো তার প্রচুর। এহেন কৃতী জামাতার আপ্যায়ন বাড়াবাড়ি রকমের হওয়াই স্বাভাবিক—আর এই নিয়েই শরৎ আর সুবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেলো। অতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু সুবা ভাবতে পারে নি। নিদারুণ দুঃখে একটা কথা বলে ফেলেছে আর শরৎ সেটা অতো বড়ো করে ধরে নেবে কল্পনাও করতে পারেনি সে, পারলে চোখের জলে তাকে দিন কাটাতে হ'তো না।

শরৎ সেই যে অভুক্ত বেরিয়ে গেলো, আর সে ফিরলে না। দিন পার হ'য়ে রাত এলো, রাতও পার হ'লো। তারপর আরও কতো দিন, কতো রাত কিন্তু শরৎ আর ফিরলো না। সুবার একমাত্র সান্তনাস্থল তার মামা—গাঁজাখোর ভোলানাথ লোক, মনটা কিন্তু তার ভারী সাদা। সুবার দুঃখটা তাই তার

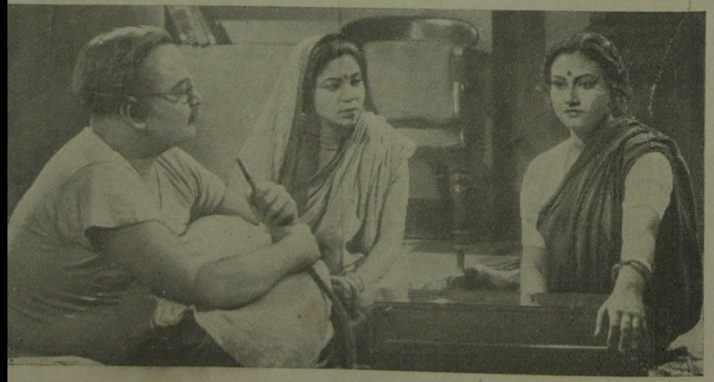

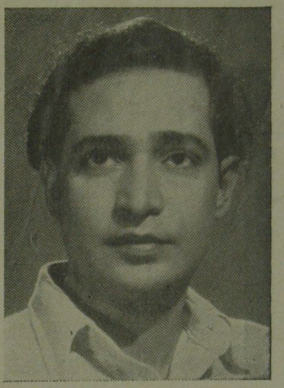

প্রাণে বড়ো বাজলো। সে-ই শরতের খোঁজ নিতে লাগলো, কিন্তু কোন হদীশই মিললো না।

শত পীড়ন ও অপমানের মধ্যেও শরতের সান্তনা ছিলো সুবা, কিন্তু তাও শরতকে হারাতে হলো সেদিনকার ব্যাপারে। বাড়ী ছেড়ে ঘুরে ঘুরে শরৎ শেষে দূর গ্রামে বহুদিন-থেকে-ভুলে-যাওয়া তার দাদামশাইয়ের আশ্রয়ে এসে জুটলো। পয়সাওয়ালা কৃপণ বুড়ো মানুষ শরতকে প্রথমে মোটেই ভালো চোখে দেখলে না, কিন্তু স্বজনবিহীন নিঃসহ দিন কাটিয়ে জীবনের শেষ কোঠায় শরতকে ছেড়ে দিতেও মায়া হ'লো। শরৎ থেকেই গেলো। আবার শরতকে একা দেখেও দাদু খুসী নয়, তার বিয়েরও ব্যবস্থা হ'লো। খবর পেয়ে মামা ছুটে এলো এ অঘটনকে বোধ করার জন্যে; কিন্তু মামাকে ব্যর্থ হ'য়েই ফিরতে হ'লো। শরৎ সুবাদের ওপরে প্রতিশোধে অন্ধ হ'য়ে আগের বিয়ের কথা গোপন ক'রে দাদুর উদ্যোগে সুরমাকে ঘরে নিয়ে এলো। সে কথা কিন্তু সুরমার কাছে গোপন রইলো না, আর এই জানাটাই সুরমাকে মনের দিক থেকে শরতের কাছ থেকে আলাদ ক'রে রেখে দিলে।

কালে দাদামশায় পরলোকে গিয়ে শরতকে তার সম্পত্তির মালিক ক'রে দিয়ে গেলেন। শরৎ গ্রাম ছেড়ে এসে উঠলো ক'লকাতায়। সুরমার সঙ্গে তার ব্যবধান আগের চেয়ে

বেড়েই চললো। জীবনে এই সব দুর্বিপাকের যা পরিণতি শরতকেও তাই পেয়ে বসলো —সুরা আর নারীর ফাঁকে জীবনের ফাঁকগুলোকে ভরিয়ে রাখায় শরৎ মসগুল হয়ে উঠলো।

সুরমার নিঃসহ জীবনে এদিকে এক দরদী সঙ্গিনী জুটে গেলো। পাশের বাড়ীর ছাদে আলাপ, আর অল্পতেই তা গভীরও হ'য়ে উঠলো। সুরমা জানলে না যে যার দরদভরা মনে সে অতো মুগ্ধ তারই জন্যে শরতের সঙ্গে তার আজ এই ছাড়াছাড়ি। সুবা কিন্তু একদিনেই সব পরিচয় ধ'রে ফেলেছে।

নিত্য অভিসারের মধ্যে শরতের জীবনে অদ্ভুত এক অভিসারিকা নারীর আকর্ষণ এসে জুটলো, সব কিছু ভুলে যেতে লাগলো তার সান্নিধ্যে। আরও কোথায় কতদূর চলে যেতো কে জানে, কিন্তু বাধা এলো নিদারুণ ব্যাধির আক্রমনে।

আড়ালে থেকে থেকে তাকে কে যেনো সেবা ক'রে যায়। বড়ো চেনা স্পর্শ। বড়ো আপনার জন। সুরমাও ভেবে অবাক হয়, আত্মীয়া হয়েও তার পাশের বাড়ীর পাতানো দিদি এতোখানি প্রাণভরা এমন সেবাতে আত্মনিয়োগ ক'রে আছে কেন?

আর সুবা?—সব কিছু জেনে, সব কিছু বুঝেও অমন ভাবে সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লো কি ক'রে? একদিন হয়তো শরতের কাছে এই সেবার রহস্য পরিস্কার হ'য়ে যাবে, সুরমাও হয়তো তার দিদির আসল পরিচয় পাবে—তখন সেদিন?

সঙ্গীতাংশ

১। রইলো না আমার এ খেলাঘরের আলপনা।
অনুরাগের রংয়ে রংয়ে
কান্না হাসির আলোড়নে
এঁকেছিলাম প্রাণের ধারা আনমনা।

মোর এই আঙিনার রংবেরংয়ের ফুলগুলি,
ফুলগুলি কেমন করে উধাও হলো সবভুলি
আবার সে কি রাঙিয়ে দেবে আমার মায়া কল্পনা?

২। ওগো চির চঞ্চল পান্থ,
ছুঁয়ে এল সমতল কত বন কুন্তল
পার হয়ে এলে পথ প্রান্ত,
তুমি বন-মৌমাছি আস যেই কাছাকাছি

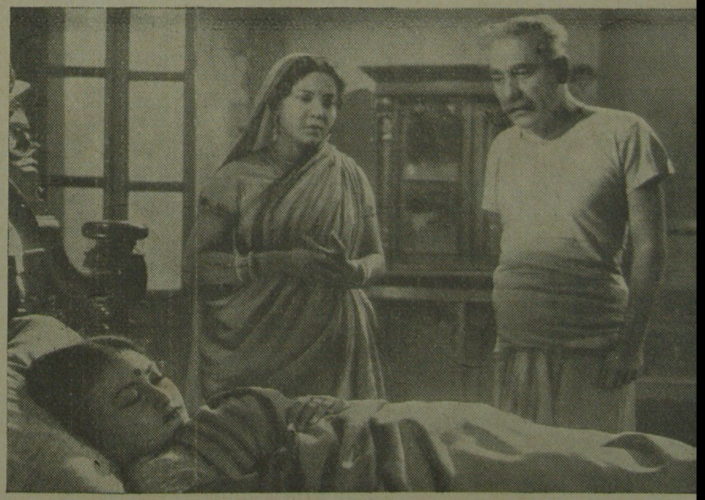

আধো জাগা আধো ঘুমে মঞ্জুরী যাও চুমে
থেমে যায় গুণ গুণ গুণ গানতো ;
চোখে চোখে কি পুলকে
চেয়ে রব অপলকে
একা একা দুইজনে
মুখো মুখী গুঞ্জনে
পেয়ে যাবো ছল ছল প্রাণ তো।

৩। কেউ জানে না কেউ জানে না
জানে নাতো কোন জন
কার স্বপনের অঞ্জন
আমার নয়নে লেগেছে
সহসা আকাশ নেমে এলো নীচে
কি যে কথা কয় আমি বুঝিনি যে
অজানা রাগিনী বাজালো চকিতে পুলকের অঙ্কন
কে যে নিয়ে এলে প্রাণের মরুতে জোয়ারের ছলছল
তুলে দিলে বুকে শ্যামল সজল বনানীর অঞ্চল
মনে হয় আজি আমার নিখিলে
যাকিছু চেয়েছি সবই গেছে মিলে
মনে হল সুধু নই আর একা, নই আর নিরজন

ইষ্টল্যাণ্ডের পরবর্ত্তী আকর্ষণ
মৃনালিনী ও দুর্গেশনন্দিনী

প্রকাশক : ইষ্টল্যাণ্ড পিকচার্সের পক্ষে শ্রীনির্ম্মল চক্রবর্ত্তী।
মুদ্রাকর : ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ, কলিকাতা।